দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 01 APR 2015
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

মাদ্রাসা শিক্ষা ও লাল সালু'র রাজনীতি

মিলু শামস

'শস্যের চেয়ে টুপি বেশি ধর্মের আগাছা বেশি।' 'লাল সালু'র (১৯৪৮) মজিদের জন্মস্থানের বর্ণনা দিতে গিয়ে সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ্‌র বলা এ কথা আজকের বাংলাদেশের দিকে তাকালেও মনে পড়তে পারে। বিশেষ করে ভারতীয় দৈনিক 'দ্যা হিন্দু'র দশ মার্চ দু'হাজার পনেরোয় প্রকাশিত সাইফ কামালের প্রতিবেদনটি পড়লে। তিনি জানাচ্ছেন, বাংলাদেশে এখন প্রায় চৌষট্টি মিলিয়ন বা ছয় কোটি চল্লিশ লাখ ছাত্র কাওমী মাদ্রাসায় পড়ছে। মাদ্রাসার সংখ্যা আঠারো হাজার এক শ'। শিক্ষকদের মধ্যে শতকরা বিরাশি ভাগের কোন প্রশিক্ষণ নেই।

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ্‌ বেঁচে থাকলে হয়ত শস্য ও টুপির এখনকার পরিসংখ্যান সঠিক বলতে পারতেন। তাঁর মজিদ যেখানে জন্মেছিল সেখানে অভাব মানুষের নিত্যসঙ্গী, দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকে। সামান্য ধর্মীয় শিক্ষা সম্বল করে মজিদকে তাই ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়তে হয়। শস্যসমৃদ্ধ গ্রাম মহব্বতপুরে পৌঁছে মজিদ ভাগ্যোন্নয়নের উজ্জ্বল সম্ভাবনা খুঁজে পায় সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের মধ্যে। এসব পুঁজি করে চতুর মজিদ একসময় সম্পদের মালিক হয়। সাধরণ মানুষের চেতনার স্তর নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখার কাজটি সে নিপুণভাবে করে। কারণ, সে জানে জ্ঞান চক্ষু খুলে গেলে তার সব কপটতা ধরা পড়বে।

মজিদ রাজনৈতিক নেতা না হয়েও তথাকথিত দক্ষ রাজনীতিই করেছে আসলে। জনগণের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে। ধর্মের মুখোশ পরে যেমনটা করেন বুর্জোয়া সমাজের সামন্ত মানসিকতার রাজনীতিবিদরা।